দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL-05 2000 ..
পৃষ্ঠা: 2 কলাম: 9
94

যশোরে মাস্টার্স পরীক্ষার্থী রিক্তা ২ বার এসিডদগ্ধ হয়েছেন

মিজানুর রহমান তোতা ।। এসিডদগ্ধ মাস্টার্স পরীক্ষার্থী সানজিদা আক্তার রিক্তা শুধু কাঁদছেন। অসহনীয় যন্ত্রণায় রিক্তা ছটফট করছেন যশোর জেনারেল হাসপাতালের বেডে। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীরা হিংস্র পশুর মতো তেড়ে ধরে রিক্তাকে দ্বিতীয় দফায় এসিড নিক্ষেপ করে শরীর ঝলসে দিয়েছে। রিক্তার ঘটনায় এলাকার লোকজন সামাজিক দায় পালন করেনি। পুলিশও ব্যবস্থা নেয়নি এসিড নিক্ষেপকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। রিক্তার বাড়ী নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার ইতনা গ্রামে। গত ২৯ মার্চ, একই এলাকার সন্ত্রাসী তবিবর রিক্তাকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে প্রথম দফায় এসিড নিক্ষেপ করে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে রিক্তা যশোরের আরবপুরে তার খালা বাড়ী এসে

আশ্রয় নেয়। সেখানেও হামলা চালিয়ে গত ২৫ জুন তবি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমে রিক্তাকে অপহরণ করার চেষ্টা চালায়। ব্যর্থ হয়ে তারা এসিড নিক্ষেপ করে। যশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রিক্তা সাংবাদিক ৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

রিক্তা ২ বার এসিডদগ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দের ছবি তুলতে আপত্তি জানায়। সাংবাদিকদের জানায়, পত্রিকায় লিখে কি হবে। সন্ত্রাসীরা প্রভাবশালী। পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারেনি। সন্ত্রাসীদের আটকে ন্যূনতম ব্যবস্থাও নেয়নি পুলিশ। তার কথা প্রথম দফায় এসডি নিক্ষেপের ঘটনায় লোহাগড়া পুলিশ তৎপর হলে দ্বিতীয় দফায় তার সর্বনাশ ঘটত না। অসহায় এসিডদগ্ধ রিক্তা আল্লাহ্‌র কাছে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, আল্লাহ যেন এর বিচার করে।

সানজিদা আক্তার রিক্তার পিতা শাহাজান মোল্লা এক লঞ্চ কোম্পানীতে চাকরি করেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে রিক্তা কষ্ট করে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা ৩ ভাই-বোন। ছোট দু'ভাই রুবেল ও রানা। রিক্তার মা জাহানারা বেগম দ্বিতীয় দফা এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় তবিসহ ৫ জনের নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন জানিয়েছেন, এসিড নিক্ষেপকারীদের আটকের আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রথম দফা এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় লোহাগড়া থানায় মামলা হয়। তদন্তকারী দারোগা শামসুল হুদা আসামী আটক করেননি বরং তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের উৎকোচ নিয়েছেন। যশোর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসরা বলেছেন, রিক্তার যে অবস্থা তাতে উন্নত চিকিৎসা দরকার। প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। কিন্তু তার দরিদ্র পিতার পক্ষে সেই অর্থ যোগাড় করা সম্ভব নয়।

এসিডদগ্ধ রিক্তা ও তার পরিবারের দুঃখ প্রকাশ্যে বিহিত সন্ত্রাসীরা এবাবে দু'দফায় এসিডদগ্ধ করল অথচ পুলিশ তৎপর হল না মোটেও। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিঃসন্দেহে ন্যক্কারজনক বলে লোকজন মন্তব্য করেছেন।